'২২শের বন্যা-বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

দেবদুলাল মালাকার
শিলচর। ১৬ মার্চ

শিলচরে পর্যালোচনা বৈঠকে মত বিনিময় কলম্বিয়ার ৭ প্রতিনিধির

২০২২ সালে শিলচর তথা কাছাড় জেলায় ভয়ংকর বন্যা ও বেনজির বিপর্যয় মোকাবিলা-ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করবে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিনিধি দল কাছাড় জেলার বন্যা-বিপর্যয় মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে পর্যালোচনা করে শিলচর ছাড়ার আগে এই বার্তাই দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কাছাড়ের জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তারা। বন্যা মোকাবিলায় কাছাড়ের তৎপরতা ও পরিকল্পনা প্রশংসিত হয়েছে নয়াদিল্লির ইউনিসেফ প্রধানের কাছেও। প্রশাসনের একটি সূত্রে এমনটাই জানা গেছে।

সূত্রের খবর, ২০২২ সালে ভয়ংকর বন্যার সময় তা পৃ.৯

'২২শের বন্যা-বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

মোকাবিলা করে জেলাবাসীর সুরক্ষায় জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবক ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিভাবে কাজ করেছে, তা বিশ্লেষণ করে গবেষণাপত্র প্রকাশ করবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এরজন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত জনের প্রতিনিধি দল শিলচরে পাড়ি জমিয়েছিল। গত ১০ মার্চ দলটি শিলচরে আসে। সঙ্গে ছিলেন নেপালের কাঠমাণ্ডুতে নিযুক্ত ইউনিসেফের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইমার্জেন্সি স্পেশালিস্ট জেনিফার ভেত্তার ও ইউনিসেফের অসমে নিযুক্ত প্রোগ্রাম অফিসার আনন্দ প্রকাশ কানু সহ রিজিওনাল কনসালটেন্ট মুকুন্দ উপাধ্যায়। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি দলে ছিলেন ন্যাটাসিয়া পালাসা, থেরেসো গেক, ওয়াই ফুরুকাওয়া, ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজর সুজেইন হলম্যান, অ্যাডি প্রতামা, ড্যাউম জাং, হিরোফুমি হনজাওয়া।

জানা গেছে, দলটি চারদিন কাটিয়েছে শিলচরে। সঙ্গে ছিলেন ইউনিসেফের কর্মকর্তারা। কাছাড় জেলার অর্ধশতাধিক এনজিও কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত 'ইন্টার এজেন্সি গ্রুপ'-এর সঙ্গে ১১ মার্চ প্রথম বৈঠক হয় তাঁদের। দুর্যোগ মোকাবিলায় এনজিওগুলোর তৎপরতা ও বন্যাক্রান্তদের উদ্ধারে তাদের কাজকর্ম, খাদ্যসামগ্রীর যোগান দেওয়া, প্রতিটি বিষয়ে অবহিত হয়েছে দলটি। বিভিন্ন বিষয়ে এনজিও কর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করে দলটি।

পরের দিন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি টিম কাছাড় ডিডিএমএ এবং জেলার লাইন বিভাগগুলির সঙ্গে এক মত বিনিময় সেশনে অংশ নিয়েছিল। ২০২২-এর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে। ডিআরআর-এর স্থানীয়করণের পরিপ্রেক্ষিতে ডিডিএমএ-র উদ্যোগ, প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং অংশীদারিত্ব বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয় এদিন। বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন ডিডিসি রাজীব রায়। এই বৈঠকে এসএফডিআরআর-এর সিনিয়র কনসালটেন্ট ড. সুরজিৎ বড়ুয়া এবং এএসডিএমএ-র এসপিও ড. কৃপাল মজুমদার পিপিটি উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন লাইন বিভাগের ৭০ জন আধিকারিক ও কর্মকর্তা বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। ওই বিভাগগুলো ভয়াবহ বন্যার সময় কি কি ভূমিকা পালন করেছিল, তা তুলে ধরেন বিভাগীয় প্রধানরা।

অন্যদিকে, দলটি আসাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছে শিলচর সফরকালে। দেখা করেছে উপাচার্যের সঙ্গেও। অংশ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগ এবং বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দুটি ভাগে মতবিনিময় করেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল।

সূত্রের খবর, গত বৃহস্পতিবার দলটি শিলচর ছেড়েছে। বর্তমানে অবস্থান করছে দিল্লিতে। সেখানে ইউনিসেফের প্রধানের কাছে শিলচরের বন্যা ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনাও সেরেছে প্রতিনিধি দলটি। ওই আলোচনায় শিলচরের বন্যা মোকাবিলার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে।